তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৭২

**৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা**

**-- সমবায় প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিমন্ত্রী মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ বলেছেন, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা, যে ভাষণকে কেন্দ্র করে নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিরস্ত্র, নিরন্ন জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুক্তি সংগ্রামে। জাতির পিতা যদি সেদিন আমাদের উজ্জীবিত না করতেন আমরা পরাধীনতার অন্ধকারেই থেকে যেতাম।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সমবায় অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সমবায় অধিদপ্তর চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাম্রাজ্যবাদীরা ত্রিশটি বছর আমাদের এই ভাষণ শুনতে দেয়নি। সত্য ইতিহাস থেকে একটি জাতিকে বঞ্চিত করেছিল। বঙ্গবন্ধুকন্যার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাঙালি আজ সত্যকে জানতে পারছে। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত করে সমস্ত অর্জনকে ম্লান করে দিয়েছিল। তিনি বলেন, ৯ মাসের ব্যবধানে বঙ্গবন্ধু আমাদের একটি জাতি উপহার দিলেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা যদি নিষ্ঠার সাথে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন তবেই জাতির পিতার আদর্শ বাস্তবায়িত হবে। সম্মিলিতভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষকে সামনে এগিয়ে নেওয়াই হবে আমাদের কাজ।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগমের সভাপতিত্বে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মো. শরীফুল ইসলামসহ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

হাবীব/ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২২৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 3471

**Bangladesh and Nordic countries to strengthen collaboration**

**for a greener and more resilient future**

**- Environment Minister**

Dhaka, 7 March :

Minister of Environment, Forest and Climate Change Saber Hossain Chowdhury said, Bangladesh and Nordic Countries pledge to further collaboration for a greener and more resilient future. Commending the Nordic nations for their exemplary commitment to environmental stewardship Environment Minister said, Bangladesh is also making ongoing efforts to create a sustainable future.

The Environment Minister delivered this statement as the chief guest during the `Nordic Day’ commemoration event held at Hotel Radisson in Dhaka today. The event, celebrated the rich cultures and collaborative partnerships of Denmark. Finland, Norway, and Sweden.

Environment Minister said, this occasion symbolizes the deep-rooted friendship and collaborative spirit between Bangladesh and the Nordic countries—a partnership founded on mutual respect, shared values and a commitment to sustainability and prosperity.

Reflecting on the historical significance, the Minister highlighted the recognition of Bangladesh's independence by the Nordic countries on February 4, 1972, which laid the cornerstone for a relationship based on solidarity and support.

The Minister underscored the Nordic Council's vision to make the region the most sustainable and integrated system globally aligns seamlessly with Bangladesh's aspirations for a sustainable future. Emphasizing the importance of preserving the environment, the Minister lauded the Nordic region's breathtaking natural landscapes and highlighted the shared commitment to sustainability within the partnership.

The Minister outlined the diverse sectors of collaboration, including climate resilience, technological advancement, education, and health. The joint efforts exemplify the shared dedication to creating a more sustainable and equitable future for both nations.

Looking ahead, the Minister expressed excitement about the endless possibilities for continued collaboration, aiming to deepen cooperation in addressing global challenges such as climate change and fostering innovation and cultural exchange. The Minister said, the friendship between Bangladesh and the Nordic countries, stands as a beacon of hope, demonstrating the power of unity in building a better future for all.

Alexandra Berg von Linde, Ambassador of Sweden in Dhaka; Espen Rikter-Svendsen, Norway Ambassador to Bangladesh; Christian Brix Moller, Ambassador of Denmark in Dhaka; Dr. Tito Gronow is the Deputy Head of Mission at the Embassy of Finland in New Delhi, India also spoke in the occasion. Ambassadors, High commissioners, Political leaders, Representatives from international organisations, government high officials and people from different walks of society were present in the celebration.

#

Dipankar/Faishal/Shafi/Rafiqul/Shamim/2024/1010 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৭০

**আম্মানে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপিত**

আম্মান, জর্ডান (৭ মার্চ):

বাংলাদেশ দূতাবাস, আম্মান আজ যথাযথ মর্যাদায় ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ উদযাপন করেছে। সকালে রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এসময় জর্ডান প্রবাসী বাংলাদেশীগণ এবং দূতাবাসের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’-এর তাৎপর্যের ওপর বিশেষ আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের শহিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং নির্যাতিত মা-বোনদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুধু বাংলাদেশের জন্যই ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং পৃথিবীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে জন্ম হয়েছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশের।

তিনি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমিত শক্তির উৎস হিসেবে উল্লেখ করে এই ভাষণের উদ্দীপনাকে সকলের মাঝে ধারণ ও লালন করার আহ্বান জানান। সবশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

#

মাহমুদুল/ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

Z\_¨eweiYx b¤^i : 3469

**e½eÜy 7B gv‡P©i fvl‡Y †`‡ki ¯^vaxbZvKvgx gvbyl‡K my¯úó evZ©v w`‡q‡Qb**

**--- Z\_¨ I m¤cÖPvi cÖwZgš¿x**

XvKv, 23 dvêyb (7 gvP©):

RvwZi wcZv e½eÜy †kL gywReyi ingvb 7B gv‡P©i fvl‡Y †`‡ki ¯^vaxbZvKvgx gvbyl‡K my¯úó evZ©v w`‡q‡Qb e‡j gšÍe¨ K‡i‡Qb Z\_¨ I m¤cÖPvi cÖwZgš¿x †gvnv¤§` Avjx AvivdvZ|

AvR ivRavbxi mvwK©U nvDm †iv‡Wi Z\_¨ feb wgjbvqZ‡b ÔHwZnvwmK 7B gvP©Õ Dcj‡¶¨ Pjw”PÎ I cÖKvkbv Awa`ßi Av‡qvwRZ Av‡jvPbv, cÖvgvY¨ wPÎ I Av‡jvKwPÎ cÖ`k©bx Abyôv‡b cÖavb AwZw\_i e³‡e¨ cÖwZgš¿x G gšÍe¨ K‡ib|

cÖwZgš¿x e‡jb, e½eÜyi 7B gv‡P©i fvl‡Yi g‡a¨ `yB ai‡bi Dcv`vb wQj| GKwU n‡”Q A¯úóZv, Av‡iKwU n‡”Q ¯úóZv| G fvl‡Y `yB ai‡bi evZ©v wQj| hviv gyw³hy× wb‡q mw›`nvb wQj, gyw³hy‡×i wec‡¶ wQj Zviv 7B gv‡P©i fvlY ï‡b wØavwš^Z n‡q wM‡qwQj, Zv‡`i Rb¨ fvlYwU wQj A¯úó| Avi hviv gyw³hy‡×i c‡¶ wQj Zviv cwi®‹vi evZ©v †c‡qwQj, Kx ejv n‡”Q, Kx Ki‡Z n‡e| hviv Ae¯’vbMZfv‡e gyw³hy‡×i wec‡¶ wQj Ges my¯úó evZ©vwU cvqwb, ZvivB fvlYwU wb‡q cieZ©x‡Z A‡bK ai‡bi weZwK©Z K\_v ejvi †Póv K‡i‡Q|

Aa¨vcK AvivdvZ e‡jb, 7B gv‡P©i fvl‡Yi g‡a¨ †h evZ©v e½eÜy w`‡Z †P‡q‡Qb, G‡`‡ki ¯^vaxbZvKvgx gvbyl †mUv my¯úófv‡e ey‡SwQj| hviv †evSvi Zviv evZ©v †c‡qwQj Ges Zviv †mfv‡e cÖ¯‘wZ wb‡qwQj| ¯^vaxbZvi cÖwZwU av‡c av‡c †m cÖ¯‘wZ Avgiv †`‡LwQ| hv‡`i mvnmx D‡`¨v‡Mi d‡j 7B gv‡P©i fvlY gyw³hy× cieZ©x cÖRb¥ †`L‡Z I ïb‡Z †c‡q‡Q Zv‡`i G mgq ab¨ev` Rvbvb cÖwZgš¿x|

cÖwZgš¿x †hvM K‡ib, AvMvgx cÖRb¥‡K 7B gv‡P©i fvl‡Yi BwZnvm Rvbv‡Z n‡e| †`‡ki RbM‡Yi Kv‡Q M‡íi g‡Zv K‡i G fvl‡Yi BwZnvm ej‡Z n‡e, †h‡bv Zviv GwU ï‡b I ey‡S AvZ¥¯’ Ki‡Z cv‡i| ¯^vaxbZvi bvqK‡`i AvMvgx cÖR‡b¥i Kv‡Q eo K‡i Zy‡j ai‡Z n‡e| Zvn‡j Zv‡`i g‡a¨ †`k‡cÖg Av‡iv eo AvKv‡i RvMÖZ n‡e|

Z\_¨ I m¤cÖPvi cÖwZgš¿x cÖkœ †i‡L e‡jb, Õ75 Gi 15 AvM‡÷i c‡i †K‡bv ¯^vaxb †`‡k mvgwiK kvmK‡`i i³P¶y D‡c¶v K‡i 7B gv‡P©i fvlY jywK‡q ivL‡Z n‡jv? Zvn‡j wK Õ75 Gi c‡i †mB cvwK¯Ívwb nvbv`viiv G‡`‡k wd‡i G‡m‡Q? Giv Kviv? Giv wK ¯^vaxbZvi c‡¶i n‡Z cv‡i? G mvaviY cÖkœwU bZyb cÖR‡b¥i Kv‡Q Zy‡j ai‡Z n‡e|

Av‡jvPbv Abyôv‡bi c~‡e© 7B gv‡P©i fvl‡Yi Ici wbwg©Z GKwU ¯^í‰`N¨© Pjw”PÎ cÖ`k©b Kiv nq| Gi Av‡M e½eÜy I gyw³hy×wfwËK Av‡jvKwPÎ cÖ`k©bxi D‡Øvab K‡ib Z\_¨ I m¤cÖPvi cÖwZgš¿x|

Pjw”PÎ I cÖKvkbv Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK m. g. †Mvjvg wKewiqvi mfvcwZ‡Z¡ Abyôv‡b we‡kl AwZw\_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb Z\_¨ I m¤cÖPvi gš¿Yvj‡qi wmwbqi mwPe †gvt ûgvqyb Kexi †Lv›`Kvi, AwZwi³ mwPe W. †gvnv¤§` AvjZvd-Dj-Avjg, MY‡hvMv‡hvM Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK †gvt wbRvg~j Kexi Ges †cÖm Bbw÷wUDU evsjv‡`k-Gi gnvcwiPvjK Rvdi Iqv‡R`| ¯^vMZ e³e¨ cÖ`vb K‡ib Pjw”PÎ I cÖKvkbv Awa`ß‡ii cwiPvjK (cÖkvmb I cÖKvkbv) †gvnv¤§` Avjx miKvi| Z\_¨ I m¤cÖPvi gš¿Yvjq I AvIZvaxb `ßi-ms¯’vi EaŸ©Zb Kg©KZ©vMY G mgq Dcw¯’Z wQ‡jb|

#

Bd‡ZLvi/dqmj/kwd/iwdKzj/Rqbyj/2024/2220NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৬৮

**সবুজ ভবিষ্যৎ নির্মাণে বাংলাদেশ এবং নর্ডিক দেশগুলো একসাথে কাজ করবে**

**-- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ ও নর্ডিক দেশগুলো আরো সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু ভবিষ্যতের জন্য একসাথে কাজ করবে। নর্ডিক দেশগুলোর পরিবেশ রক্ষায় দৃষ্টান্তমূলক অঙ্গীকারের প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশও একটি টেকসই পরিবেশের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

আজ ঢাকার হোটেল রেডিসনে নর্ডিক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ সালে নর্ডিক দেশগুলো দ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি কথা তুলে ধরে বলেন, এটি আমাদের সংহতি ও সমর্থনের ভিত্তিতে একটি সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রী নর্ডিক অঞ্চলের মোহনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রশংসা করেন।

পরিবেশমন্ত্রী জলবায়ু সহনশীলতা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসহ সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রের রূপরেখা তুলে ধরেন। জলবায়ু পরিবর্তন এবং উদ্ভাবন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহযোগিতাকে আরো গভীর করার আগ্রহ ব্যক্ত করে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও নর্ডিক দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্ব আশার আলোকবর্তিকা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যা সবার জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়তে ঐক্যের শক্তি প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ফন লিন্ডে; নরওয়ের রাষ্ট্রদূত এসপেন রিক্টার-সভেনডসেন, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিকস মোলার; ভারতের নয়া দিল্লিতে ফিনল্যান্ড দূতাবাসের ডেপুটি হেড অভ্‌ মিশন ড. টিটো গ্রোনোও বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৬৭

**ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অভ্‌ গভর্নরসের সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নবগঠিত বোর্ড অভ্‌ গভর্নরসের প্রথম সভা আজ ঢাকার আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বোর্ড অভ্‌ গভর্নরসের চেয়ারম্যান ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।

সভায় কমিটির সদস্যগণ আগামীদিনে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সারাদেশে ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃতি ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠানের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

তাছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা স্মরণ করে নামে তাঁর নামে দুইটি ক্যাটেগরিতে পুরস্কার প্রবর্তনের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। ক্যাটেগরি দু’টি হলো-ইসলামিক গবেষণা ও সমাজকল্যাণ। এছাড়া, ঈদে মিলাদুন্নবী প্রোগ্রামটি পক্ষকালের পরিবর্তে সপ্তাহব্যাপী সারাদেশে আরো জোরালোভাবে উদ্‌যাপন করা এবং শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম নিবিড় তদারকি আওতায় আনার বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় বোর্ড অভ্‌ গভর্নরসের সদস্য ঢাকা -১৬ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ, রাজশাহী-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ধর্ম সচিব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মহাঃ বশিরুল আলম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, সরকারি মাদ্রাসা-ই আলিয়া ঢাকার অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ আব্দুর রশিদ ও ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট শায়েখ আল্লামা খন্দকার গোলাম মাওলা নকশাবন্দী উপস্থিত ছিলেন।

#

সিদ্দীক/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৬৬

**এলপিজি ব্যবহারে সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান অংশীজনদের**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

এলপিজি সিলিন্ডার বাজার থেকে কিনে আনা ও ব্যবহার উপযোগী করা পর্যন্ত সব কিছুই করছে   
নন-টেকনিক্যাল লোকজন। যার কারণে দুর্ঘটনা বেশি হচ্ছে। সিলিন্ডার ব্যবহার বাড়লেও ব্যক্তি সচেতনতা বাড়েনি।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর রমনায় অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে ‘এলপিজি ইন্ড্রাস্ট্রি: কমপ্লায়েন্স সেফটি এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, ‘গ্রামে-গঞ্জে, সারা দেশে এখন এলপিজি’র ব্যবহার বাড়ছে। কিন্তু যারা এই সিলিন্ডার ইন্সটলের কাজ করেন তাদের যদি দক্ষতা না থাকে, তাদের অল্প টাকা দিয়ে যদি ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করানো হয়, তাহলে তো ভালো হবে না।

তিনি বলেন, যেভাবে ব্যবহার বেড়েছে, সেভাবে কিন্তু সচেতনতা বাড়েনি। আমি বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর ভ্রমণ করেছি। দেশে থেকে যে ছেলেরা যাচ্ছে, তারা দক্ষভাবে কাজ করছে। এজন্য আমাদের দেশের যারা টেকনিশিয়ান আছে তাদের ট্রেইনিং প্রয়োজন। এটা আমাদের দেশের বাজারের জন্যও প্রয়োজন আছে। একটা পর্যায় পর্যন্ত যদি প্রশিক্ষণ থাকে তাহলে ফিটিংসহ যে কাজগুলো আছে সেগুলো করার ক্ষেত্রে ভুল হবে না। আমাদের বিশাল যুবশক্তি সিলিন্ডার ব্যবহারে হোটেল মালিক, কর্মচারীদের আপনারা প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, যাতে নিরাপদ ভাবে এগুলো ব্যবহার করতে পারে।

জেএমআই ইণ্ড্রাস্ট্রিয়াল গ্যাস লিমিটেডের সেফটি এন্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী   
মো. লিয়াকত আলী বলেন, দেশে ১৫-২০ লাখ মেট্রিক টন এলপিজি আসছে। কিন্তু এটিই ঠিকমতো আমরা ম্যানেজ করতে পারছি না। কারণ এটা পুরোপুরি একটি টেকনিক্যাল পণ্য। কিন্তু হ্যান্ডেল করছে   
নন-টেকনিক্যাল লোকজন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের সদর দরজা দিয়ে নেয়, প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে পিছনের দরজা দিয়ে বের করে দেয়।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আইইবি’র প্রেসিডেন্ট মোঃ আবদুস সবুর এমপি, কেমিকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান এ এন এম তারিক আবদুল্লাহ, কেমিক্যাল বিভাগের সম্পাদক মো. ওবায়দুল্লাহ (নয়ন) প্রমুখ।

#

মাহমুদুল/ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৪৬৫

**বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কলকাতায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন**

কলকাতা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানের ৫৩ বছরপূর্তি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতা। আজ সকালে উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস।

এরপর উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস উপ-হাইকমিশনের রাজনৈতিক, ক্রীড়া ও শিক্ষা, বাণিজ্য, কনস্যুলার এবং প্রেস উইং-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাগণকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া কলকাতায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কর্মকর্তাগণ বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াসের সভাপতিত্বে উপ-হাইকমিশনের ‘বাংলাদেশ গ্যালারি’তে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য পবিত্র সরকার এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ইমন কল্যাণ লাহিড়ী।

আলোচনার শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটি প্রদর্শিত হয়। এরপর কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের কাউন্সিলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির বাণী এবং কাউন্সিলর (কনস্যুলার) এএসএম আলমাস হোসেন প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনান।

অধ্যাপক ইমন কল্যাণ লাহিড়ী তাঁর বক্তব্যে বিশ্বে বাঙালি জাতির যে গর্বিত অবস্থান, তা বঙ্গবন্ধুর অবদান বলে উল্লেখ করেন। বংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মৈত্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।

সভাপতির ভাষণে কলকাতায় বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন। তিনি বিলেন, ৭ কোটি মানুষকে ১৯৭১ সালে যেমন দাবিয়ে রাখা যায়নি, একইভাবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এখন বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে সোনার বাংলা তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে একতাবদ্ধ।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন উপ-হাইকমিশনের কাউন্সিলর (রাজনৈতিক) তুষিতা চাকমা ।

#

রঞ্জন সেন/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৬৪

**মিয়ানমারে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপিত**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

ইয়াংগুনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে আজ ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, আলোচনা সভা ও রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য।

বক্তব্যের শুরুতে রাষ্ট্রদূত ড. মোঃ মনোয়ার হোসেন মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের শহিদ এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী নির্যাতিতা নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে জাতির জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির দিকনির্দেশনা, মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার গঠন এবং যুদ্ধকালীন দেশের অর্থনৈতিক নীতির রূপরেখা হিসেবে অভিহিত করেন। রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু এই ভাষণের মাধ্যমে জনগণের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে কূটনৈতিকভাবে অসাধারণ বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় একসূত্রে বেঁধেছিলেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাষণের চুম্বক অংশ ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণা যা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে আসে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে পৃথিবীর ইতিহাসের বিখ্যাত ভাষণগুলোর সাথে তুলনা করে ড. হোসেন বলেন, ভাষণটি শুধু রাজনৈতিক বক্তব্যই নয়, মানুষের কাছে আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতার বিচারে এটি একটি কালজয়ী অনন্যসাধারণ দলিল। ভাষণটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১৭ সালে UNESCO এটিকে ‘World’s Documentary Heritage’ এর মর্যাদা দিয়ে ‘Memory of the World International Register’ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে সঠিক পথে রয়েছে। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন আমাদেরকে বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাসের শিক্ষা এবং উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের সুযোগ দেয়।

অনুষ্ঠানে মিয়ানমারে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণ ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৬৩

**চট্টগ্রামের এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লি. এর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায়**

**পরিবেশের ক্ষতি নিরূপণে কমিটি গঠন**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলার ইছানগর ইউনিয়নে অবস্থিত ব্যক্তি মালিকানাধীন এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লি: এর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ এবং এ ঘটনায় বর্ণিত ক্ষতির প্রশমন ও প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে সুপারিশ/প্রস্তাবনা প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদের স্বাক্ষরে গঠিত এ কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিচালক (অতি. দায়িত্ব) হিল্লোল বিশ্বাস। কমিটিতে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে আছেন মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন (পিএইচডি), অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অভ্‌ ফরেস্টি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. আসিফুল হক, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অভ্‌ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও পরিচালক, ইনস্টিটিউট অভ্‌ রিভার, হারবার এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। সদস্য হিসেবে আছেন মো: কামরুল হাসান, উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার। কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন ফেরদৌস আনোয়ার, উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়।

কমিটি প্রয়োজনে অন্য যে কোনো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। কমিটিকে আগামী ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে সুষ্পষ্ট মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বরাবর প্রেরণ করার জন্য বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ আজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

#

দীপংকর/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৬২

**শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপিত**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আজ ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়েছে। রাজধানীর মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল এবং মন্ত্রণালয়ের লবিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুনের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের মরহুম সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন। এতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা সভাপতিত্ব করেন। এ সময় বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান মো: মনিরুজ্জামান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর চেয়ারম্যান সঞ্চয় কুমার ভৌমিক, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কামরুন নাহার সিদ্দীকা এবং যুগ্মসচিব প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) একটি সাদা টয়োটা গাড়িতে করে এসে নেমে এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ২০ লাখ লোকের সেই ঐতিহাসিক সমাবেশে ১৮ মিনিট স্থায়ী ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। এই ভাষণকে স্বীকৃতি দিয়ে মেমোরি অভ্‌ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে (এমওডব্লিউ) তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এমওডব্লিউ-তে এইটা প্রথম কোনো বাংলাদেশি দলিল, যা আনুষ্ঠানিক ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হবে।

মন্ত্রী বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। বঙ্গবন্ধু নিজে আইনজীবী ছিলেন, তাই আইনগত কাঠামোর মধ্যে তিনি ভাষণ দেন। এই ভাষণকে অনানুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণাও বলা যায়।

#

মাহমুদুল/ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৬১

**বার্লিনে যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন**

বার্লিন, জার্মানী (৭ মার্চ):

বাংলাদেশ দূতাবাস, বার্লিন আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ উদ্‌যাপন করেছে। রাষ্ট্রদূত মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি’র নেতৃত্বে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচির সূচনা করা হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত উপস্থিত সকলকে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চ প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনা সভায় গুরুত্বপূর্ণ এই দিনের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য আলোচনা করে রাষ্ট্রদূত মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণসমূহের একটি হল বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। এই ভাষণ একটি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে উদ্বুদ্ধ করে এবং জনমনে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্পৃহা জাগ্রত করে। এটি শুধু বাংলাদেশের মানুষের জন্য নয়, সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্যে পাকিস্থান সরকারের বৈষম্য, অত্যাচার, শোষণ এবং বাঙালির অধিকার আদায়ে আন্দোলনের বিষয় ও দিকনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্রের মুখে বাংলার জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ যত দিন থাকবে, বাংলা ভাষা যত দিন থাকবে, বাঙালি যত দিন থাকবে, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা যত দিন প্রবাহিত থাকবে, বাঙালির হৃদয়ে আবেগ-অনুভূতি ও উত্তাপ যত দিন থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রেরণার বাতিঘর হয়ে থাকবে এবং বঙ্গবন্ধুকে বাঙালির হৃদয়ে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে।

#

ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৪৬০

**৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর মুক্তিকামী জনতার প্রেরণার উৎস**

**--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, পৃথিবীর কোন ভাষণের সাথেই বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তুলনা হয় না। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ৭ মার্চের মঞ্চ একদিনে তৈরি হয়নি। হাজার বছরের বঞ্চনার মঞ্চ ৭ই মার্চ। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ এতই শক্তিশালী যে, সামরিক জান্তারা এ ভাষণ প্রচারের জন্য মানুষকে হত্যা করেছিল, নির্যাতন করেছিল, নিপীড়ন চালিয়ে ছিল। তিনি বলেন,৭ মার্চের ভাষণ এখনো আমাদের জীবনে প্রাসঙ্গিক। শুধু জাতীয় জীবনে নয়; সমগ্র পৃথিবীর মুক্তিকামী জনতার প্রেরণার উৎস। কীভাবে একটি জাতি মুক্তি লাভ করতে পারে-সেটার নির্দেশনা এ ভাষণে রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ উপলক্ষ্যে ‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’ আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণ শুধু শুনলে হবে না, প্রতিটি শব্দ পড়তে হবে, এটার ভিতরে যেতে হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বাদ দিয়ে, বঙ্গবন্ধুর দর্শন বাদ দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারবে না। বঙ্গবন্ধুর আদর্শই মুক্তির পথ যা প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা আমাদের দেখিয়েছেন। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে নতুন প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দেয়া। যার জন্য আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ উপড়ে ফেলতে হবে। তিনি আরো বলেন, দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক সংকট আছে, চ্যালেঞ্জ আছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে সাহস ও শক্তি এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অর্জন ও সম্পদ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য এ সাহস ও শক্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশের আহ্বায়ক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব অধ্যাপক ডাক্তার মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক উত্তম কুমার বড়ুয়া, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ চন্দ্র চন্দ, মেজর হাফিজুর রহমান (অব.), জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শফিকুল করিম সাবু।

#

জাহাঙ্গীর/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৫৯

**জনপ্রতিনিধিদেরকে আদর্শ বিক্রি না করার আহ্বান আইনমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

আদর্শ বিক্রি না করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

আজ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা থেকে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আগামী ৯ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন। তিনি জনপ্রতিনিধিদেরকে নির্বাচনে আদর্শ বিক্রি না করার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মানুষকে তাদের অধিকার শিখিয়েছেন। তা নাহলে এই দেশের মানুষ অধিকার সম্পর্কে জানতো না। বঙ্গবন্ধু সবসময় নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন করতেন। কখনো নিয়মের বাইরে রাজনীতি করতেন না। তিনি সহিংসতার রাজনীতি করতেন না, মানুষ হত্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন গণতন্ত্রের। সেই গণতন্ত্রের জন্য ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সারাবিশ্ব যখন এই ভাষণ শুনেছে, তখন তারা বুঝতে পেরেছে এই ভাষণ হবে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ। এই ভাষণ শুনে আমাদের চোখে পানি এসেছিলো, এ ভাষণে আমরা স্বাধীনতাযুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম।

মন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের ১৮ জনকে হত্যা করা হয়। সেদিন খন্দকার মুস্তাক, জিয়াউর রহমান ও তার দোসররা আসলে বাংলাদেশকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। তারা বাংলাদেশের ওপর আবার পাকিস্তানি কায়দায় হত্যাযজ্ঞ চালায়। জিয়া এই দেশে রাজাকার ও আলবদর দিয়ে সরকার গঠন করেছিল। আজ তারা বড়বড় কথা বলে, তারা নাকি গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করেছে, তারা সব সময় হত্যাতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করেছে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন কসবা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল কাওসার ভূঁইয়া জীবন। আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহাবুবুল আলম খোকন, কসবা পৌরসভার মেয়র মো. গোলাম হাক্কানী, ব্রা‏হ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. আবদুল আজিজ, কসবা পৌরসভার সাবেক মেয়র মো. এমরান উদ্দিন জুয়েল, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মো. মনির হোসেন, উপজেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আফজল হোসেন রিমন প্রমুখ।

#

রেজাউল/ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৫৮

**৭ই মার্চের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে**

**-তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

৭ই মার্চের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

আজ রাজধানীর বনানীতে বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজের ৫০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

এ সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাঙালিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না, বাঙালিকে দাবিয়ে রাখা যায় না, এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে ‘সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না’-এই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এ কথাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা দেখেছি, বাঙালিকে বারবার দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা করে ষড়যন্ত্রকারীরা। কিন্তু বাঙালি সব ষড়যন্ত্র থেকে ঠিকই বেরিয়ে আসে, মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

অধ্যাপক মোহাম্মদ আরাফাত আরো বলেন, স্বাধীনতার চেতনা শুধু অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা এই পাঁচ মৌলিক চাহিদা পূরণ নয়, স্বাধীনতার চেতনা মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো এবং কেউ দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করলে মাথা নত না করা। সেটি হলো স্বাধীনতার মূলমন্ত্র এবং সেই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করছেন তাই নয়, তার কারণে আজকের বাস্তবতায় বাংলাদেশে আমরা অনেক কিছু দেখছি। আজ থেকে বিশ বছর আগে বাংলাদেশ এরকম ছিল না। এখন তোমাদের বড় স্বপ্ন দেখার সাহস বেড়ে গেছে। তোমরা এখন অনেক বড় বড় চিন্তা করো এবং সামনের দিনে তোমরা আরো এগিয়ে নেবে বাংলাদেশকে।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ দেশে আজ থেকে বিশ বছর আগে মেট্রোরেল ছিল না, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট ছিল না। এ দেশে আজ থেকে দশ বছর আগেও পুরো বাংলাদেশ বিদ্যুতের সাথে সংযুক্ত ছিল না, আজ থেকে দশ-পনেরো বছর আগেও এ দেশে নদীর তলদেশে টানেল ছিল না। আজ বাংলাদেশ স্যাটেলাইট নিয়ে অন্তরিক্ষে পৌঁছে গেছে, সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে গেছে সাবমেরিন নিয়ে, নিজের টাকায় আমরা পদ্মা সেতুর মতো বিশাল একটি সেতু বানিয়েছি। পৃথিবীর খুব কম দেশেই একইসাথে এসব কিছু আছে। এটা থেকেই বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধুকন্যা বাংলাদেশকে কত অল্পসংখ্যক দেশের মর্যাদায় নিয়ে গেছে। পৃথিবীর বুকে আমাদের মর্যাদা বদলে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা।

বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শবনম জাহান শিলা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার রিফাত রহমান শামীম প্রমুখ।

#

ইফতেখার/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৯৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৫৭

**ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে**

**বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ‘বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ: বাঙ্গালি জাতির মুক্তির সনদ’ শীর্ষক আলোচনা সভা, বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গ, জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদতবরণকারী সকল শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এ. এস. এম. শফিউল আলম তালুকদার, পরিচালক মোঃ আনিছুর রহমান সরকারসহ কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সাধারণ মুসল্লিগণ উপস্থিত ছিলেন। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ এহসানুল হক। এর আগে সকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মহাঃ বশিরুল আলমের নেতৃত্বে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এছাড়া ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, ৫৪ টি ইসলামিক মিশন, ৮টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোচনা সভা ও দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

#

শারমীন/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৫৬

**ইস্তাম্বুলে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত**

ইস্তাম্বুল, তুরস্ক (৭ মার্চ):

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ইস্তাম্বুলে আজ যথাযথ মর্যাদায় ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ উদ্‌যাপিত হয়েছে। কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নূরে-আলম কর্তৃক মিশন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপনের সূচনা হয়। অতঃপর কনসাল জেনারেলের নেতৃত্বে মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। বাণী পাঠ শেষে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনায় কনসাল জেনারেল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যগণসহ স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কনসাল জেনারেল ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী এই ভাষণ ১৯৭১ সালে সকল বাঙালিকে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। UNESCO কর্তৃক ৭ই মার্চের ভাষণ “World Documentary Heritage” হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি সারাবিশ্বে নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছিল ঠিক তেমনই তাঁর সেই ভাষণ অনন্তকাল ধরে বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগাবে।

পরিশেষে কনসাল জেনারেল প্রধানমন্ত্রীর সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নে তাঁর পাশে থাকার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার সংকল্প ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দসহ, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৫৫

**প্রাইসিং ফর্মুলা অনুসারে জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের প্রজ্ঞাপন প্রকাশ**

চট্টগ্রাম, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

সরকার গত ২৯ ফেব্রুয়ারি জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণের নির্দেশিকার প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ প্রাইসিং ফর্মুলা অনুসারে জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।

জ্বালানি তেলের সর্বশেষ মূল্য সমন্বয় (২৯ আগস্ট, ২০২২) পরবর্তী সময়ে কোভিড মহামারি পরবর্তী সরবরাহ সংকট, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে সমুদ্র পথে জ্বালানি পণ্যের প্রিমিয়াম, পরিবহণ ভাড়া, বিমা এবং ব্যাংক সুদের হারও ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত সময়ে শুধু মার্কিন ডলারের বিপরীতে দেশীয় মুদ্রা অবমূল্যায়িত হয়েছে এবং বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের (প্রধানত ডিজেল) মূল্যে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে।

প্রাইসিং ফর্মুলা/ গাইডলাইনের আলোকে আগামীকাল ৮ মার্চ থেকে ডিজেল ও কেরোসিনের বিদ্যমান বিক্রয়মূল্য ১০৯ টাকা/লিটার হতে ৭৫ পয়সা হ্রাস করে ১০৮.২৫ টাকা/লি. নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া অকটেনের বিদ্যমান বিক্রয়মূল্য ১৩০ টাকা/লি. হতে ৪ টাকা হ্রাস করে ১২৬ টাকা/লি. এবং পেট্রোলের বিদ্যমান বিক্রয়মূল্য ১২৫ টাকা/লি. হতে ৩ টাকা হ্রাস করে ১২২ টাকা/লি.-এ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফর্মুলা/ গাইডলাইন অনুসারে এখন থেকে প্রতি মাসেই জ্বালানি তেলের আমদানি/ ক্রয়মূল্যের আলোকে ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয়মূল্য সমন্বয় করা হবে।

উল্লেখ্য, দেশে জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় করা হলেও প্রতিবেশী দেশ ভারতের কলকাতায় বর্তমানে ডিজেল লিটার প্রতি ৯২.৭৬ রুপি বা ১৩৩.৫৭ টাকায় (১ রুপি= ১.৪৪ টাকা) এবং পেট্রোল ১০৬.০৩ রুপি বা ১৫২.৬৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে যা বাংলাদেশ থেকে যথাক্রমে প্রায় ২৪.৫৭ টাকা ও ২৭.৬৮ টাকা বেশি ।

#

আসলাম/ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৩৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৪৫৪

**বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠস্বর পশ্চিম পাকিস্তানিদের হৃদপিণ্ড কাঁপিয়ে দিয়েছিল**

**--- পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি বলেছেন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালিপ্রেমী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বজ্রকণ্ঠস্বর পশ্চিম পাকিস্তানিদের হৃদপিণ্ড কাঁপিয়ে দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর এই অমোঘ ঘোষণাটিই ১৯৭১ সালের জনযুদ্ধের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে এদেশ থেকে হটিয়ে দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে রূপ দিয়েছিল।

আজ খাগড়াছড়ি টাউন হল প্রাঙ্গণে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সেখানে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ এখন বিশ্বের ঐতিহ্য ও অনন্য দলিলে পরিণত হয়েছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ এবং তার কর্ম ও আদর্শ অনুসরণ করে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক নাজমুল আরা সুলতানা’র সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশ সুপার মুক্তা ধর, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রহিচ উদ্দিন, জেলা পরিষদ সদস্য কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া, উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স’র নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হাজী মোঃ শানে আলম প্রমুখ।

পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

#

রেজুয়ান/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৫৩

**কায়রোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন**

কায়রো, মিশর (৭ মার্চ):

কায়রোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস আজ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন করেছে। এদিন প্রত্যুষে জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করার মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি সূচিত হয়। রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীত সহকারে জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করেন। এরপর দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে দিবসটির মূল কার্যক্রম শুরু হয়। প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রুহের মাগফেরাত এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের কর্মকর্তাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটি প্রদর্শিত হয়।

সভায় রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ শুরুতেই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে ৭ই মার্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির সকল শোষণ, নির্যাতন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগে উঠার এবং মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার এক গভীর ডাক। এ ডাক ছিল আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বান। যে আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুরো জাতি মুক্তিযুদ্ধ করে দেশকে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ পায় ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ এ। জাতির পিতার ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়কেই নাড়া দেয়নি, ভাষণটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সারা বিশ্বে। এ ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সমগ্র জাতিকে মুক্তির মোহনায় দাঁড় করিয়েছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন যুগে যুগে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিপীড়িত, লাঞ্ছিত স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস হিসেবে কাজ করবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যতদিন পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম থাকবে, ততদিন ৭ই মার্চের ভাষণটি মুক্তিকামী মানুষের মনে চির জাগ্রত থাকবে। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটিকে Memory of the World International Register এর অন্তর্ভুক্ত করায় তিনি জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ ভাষণটি জাতিসংঘের ৬টি অফিসিয়াল ভাষায় অনূদিত হওয়া ছাড়াও জাপানি ও ভিয়েতনামি ভাষায় অনূদিত হয়।

রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী, সমৃদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে অগ্রগতি ও উন্নয়নের পথে চালিত করছেন। রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের এই অব্যাহত অগ্রযাত্রায় সকলকে স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য আহ্বান জানান।

#

ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৪৫২

**সরকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বিনা মূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করে**

**--- খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, সরকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনা মূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করে। ভরতুকি মূল্যেই জমিতে বিদ্যুতের সেচ সুবিধা পায় কৃষক। ফলে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে তেমন প্রভাব পড়বে না।

মন্ত্রী আজ প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে নওগাঁ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন।

এ সময় মিল মালিকদের উদ্দেশ্যে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, এক লাইসেন্সের বিপরীতে একাধিক গুদাম রাখা যাবে না। ভিন্ন ভিন্ন নামের লাইসেন্স থাকলে গুদামগুলো সেভাবেই চিহ্নিত করে রাখতে হবে। সেটার হিসাবও আলাদা দেখাতে হবে। তিনি বলেন, কৃষকের ধান কেনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। খাদ্যবান্ধব ডিজিটাল কার্ড দেয়া হয়েছে। ওএমএস ডিজিটাল করা হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি এর উদ্বোধন করা হবে।

বাংলাদেশে খাদ্যের কোনো অভাব নেই উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেটে গম কেনার যে কথা ছিল, এরই মধ্যে ৭ দিন আগেই সাড়ে ৩ লাখ মেট্রিক টন গম কেনার প্রক্রিয়া শেষ করা হয়েছে। এ সময় গুজবে কান না দিয়ে একসঙ্গে বেশি চাল না কিনতে ভোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী।

এর আগে নতুন ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, নওগাঁ জেলায় সরকারি আটা ময়দা ক্রাসিং মিল স্থাপনের জায়গা খোঁজ করা হচ্ছে। এছাড়াও এজেলায় সাইলোর নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মিল্টন চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ইসমাইল হোসেন, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সাখাওয়াত হোসেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক রাজশাহী জহিরুল ইসলাম, নওগাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ এহসানুর রহমান এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মুহাম্মদ তানভীর রহমান। এ সময় স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা ও ধান-চাল ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

কামাল/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৫১

**বাহরাইনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন**

মানামা, বাহরাইন, (৭ মার্চ):

বাংলাদেশ দূতাবাস, মানামা আজ যথাযথ মর্যাদায় ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে আজ সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স এ. কে. এম. মহিউদ্দিন কায়েস জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ ও উন্মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়।

চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স এ. কে. এম. মহিউদ্দিন কায়েস তাঁর বক্তব্যের শুরুতে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক এই ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে এবং স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, তার এক অনন্য উদাহরণ হলো ৭ই মার্চের ভাষণ। জাতির পিতার এই ভাষণ কেবল আমাদের নয় বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী সকল মানুষের জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।

চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে অথনৈতিক সমৃদ্ধি ছাড়াও আর্থসামাজিক নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নতি সাধন করেছে। এছাড়া, তিনি প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদেরকে অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণসহ জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল ‘সোনার বাংলাদেশ’ প্রধানমন্ত্রীর ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

পরিশেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের পাশাপাশি বাঙালির স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৫০

**বাংলাদেশের চিকিৎসকদের মান পৃথিবীর কোন দেশ থেকেই কম নয়**

**-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

সিলেট, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, চিকিৎসাক্ষেত্রে বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার দেশ। এই সম্ভাবনাকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার মেধাবী চিকিৎসক ছেলেমেয়ে বের হচ্ছে। তারা বেশিরভাগই উন্নত বিশ্বের ডাক্তারদের সমান দক্ষ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার কথা চিন্তা করে আমাকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী করেছেন। সুতরাং আমাদের সকলের প্রতি সম্মানের এই মর্যাদা ধরে রাখতে হবে। মানুষকে দরদ দিয়ে সেবা করতে হবে।

আজ সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল এডুকেশন কনফারেন্স রুমে সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিস কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

চিকিৎসকদের কর্মক্ষেত্রে অসুবিধা থাকলে তা উপরের কর্মকর্তাকে জানাতে হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকদেরকে কর্মক্ষেত্রে তাদের অসুবিধার কথাগুলো বলতে হবে। তিনি বলেন, এক দরজা থেকে অন্য দরজা ঘুরতে ঘুরতেই মাত্র পাঁচটি বার্ন বেড থেকে পাঁচশ বেডের বার্ন হাসপাতাল করেছি। তাই সেবার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের আন্তরিক হতে হবে, দরদ দিয়ে রোগীর সেবা করতে হবে।

এর আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে সিলেট সিভিল সার্জন অফিসে যান এবং সেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সেখানে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন তিনি। পরে মন্ত্রী সিলেটের বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।

সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক শিশির রঞ্জনের সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলম, সিলেট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এনায়েত হোসেন, বিএমএ কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব অধ্যাপক এহতেশামুল হক চৌধুরী, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুব, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, বিএমএ সিলেট শাখার সভাপতি ও সম্পাদক, স্বাচিপ সিলেট শাখার সভাপতি ও সম্পাদক সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/ফয়সল/সায়েম/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৪৯

**রিয়াদে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন**

রিয়াদ, সৌদি আরব (৭ মার্চ):

সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস আজ যথাযথ মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ   
উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আজ সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মিশন উপপ্রধান মোঃ আবুল হাসান মৃধা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে তিনি দূতাবাসে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । এ সময় দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

পরে রিয়াদস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

 দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় মিশন উপপ্রধান মোঃ আবুল হাসান মৃধা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের প্রতিটি শব্দই ছিল তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল অত্যন্ত কূটনৈতিক ও কৌশলী ভাষণ। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে বাংলাদেশের সকল খাতের উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করেছিলেন।

মিশন উপপ্রধান বলেন, বঙ্গবন্ধু একটি সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে ও ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ আয়ের স্মার্ট দেশে উন্নীত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি সবাইকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের “সোনার বাংলা” গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য প্রবাসীদের আহবান জানান।

দূতাবাসের কাউন্সেলর মোঃ বেলাল হোসেনের উপস্থাপনায় আলোচনা অনুষ্ঠানে রিয়াদ প্রবাসী এম আর মাহবুব বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদর্শন করা হয় এবং দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। আলোচনা সভা শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয়।

#

ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৪৮

**ইসলামাবাদে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন**

ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, (৭ মার্চ):

বাংলাদেশ হাইকমিশন ইসলামাবাদ যথাযথ মর্যাদা, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আজ ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ উদ্‌যাপন করেছে। সকালে দূতালয় প্রাঙ্গণে হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপস্থিতিতে পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ রুহুল আলম সিদ্দিকী আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

হাইকমিশনের বঙ্গবন্ধু কর্নারে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা পর্ব শুরু হয় এবং ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় ।

আলোচনাসভায় হাইকমিশনার প্রথমে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন- ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। বঙ্গবন্ধুর সেই কালজয়ী আহ্বানে জেগে উঠেছিল সমগ্র বাঙালি জাতি। বঙ্গবন্ধু ১৮ মিনিটের অলিখিত ভাষণের মাধ্যমে একটি নিরস্ত্র জাতিকে সংগ্রামী জাতিতে পরিণত করেন। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ‘ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ‘মেমোরি অভ্‌ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে’ অন্তর্ভুক্ত করে। জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বিশ্বস্বীকৃতি আজ বাঙালি জাতির জন্য এক বিরল সম্মান ও গৌরবের স্মারক।

তিনি বলেন, জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে উন্নয়নের অগ্রযাত্রার যে ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন, তারই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণে সকলকে যার যার অবস্থানে থেকে একসাথে কাজ করার জন্য হাইকমিশনার আহ্বান জানান।

আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর নির্মিত একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়। সবশেষে জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় ।

#

তৈয়ব/ফয়সল/সায়েম/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৪৭

**ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে বঙ্গভবনে আলোচনা সভা**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

  ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আজ বঙ্গভবনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বঙ্গভবনের কেবিনেট হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের শুরুতে দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী পাঠ করে শোনান রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের উপ-প্রেস সচিব মুহা. শিপলু জামান। পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন লে. কর্নেল মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।

অনুষ্ঠানে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জনে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে আলোকপাত করেন কার্যালয়ের জন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ বেলাল হোসেন ও যুগ্ম সচিব মোঃ শরিফুল ইসলাম। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ কীভাবে একটি জাতিকে জাগিয়ে তুলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছিল সে বিষয়ে আলোচকগণ গুরুত্বারোপ করেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন আলোচকবৃন্দ।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

রাহাত/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮২৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৪৪৬

**রেলের উন্নয়নে চীনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান রেলপথ মন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন প্রকল্প চীনের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। রেলের উন্নয়নে চীনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান রেলপথ মন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম।

আজ রেল ভবনে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিমের সাথে চীনা রাষ্ট্রদূত Yao Wen এর সাক্ষাৎকালে আলোচনায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

রেলমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নে চীনের অনেক অবদান রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য চীনকে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, চীন দীর্ঘদিন ধরে রেলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে উন্নয়নের জন্য কাজ করছে, ভবিষ্যতেও চীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশের জনগণকে সহযোগিতা করবে।

মন্ত্রী বলেন, ভাঙ্গা থেকে বরিশাল হয়ে পায়রা বন্দর পর্যন্ত রেললাইন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী গভীর আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের রেলওয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এই কার্যক্রমে চীনের সহযোগিতা কামনা করেন মন্ত্রী। এছাড়া আরো কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে রেলের সম্প্রসারণের জন্য। আখাউড়া থেকে সিলেট এবং জয়দেবপুর থেকে জামালপুর পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের কার্যক্রমে চীনের সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে। মন্ত্রী বলেন, রেলের কারখানা আধুনিকায়ন করার জন্য চীনের অংশগ্রহণ হলে আমাদের কাজ সহজ হবে।

চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন, নির্বাচনের পর প্রথম চীন সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন এবং ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। চীন ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের পাশে থাকবে এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

#

সিরাজ/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৪৪৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৬ দশমিক

২৫ শতাংশ। এ সময় ৭২০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ৭৮৫ জন।

#

দাউদ/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৪৪৪

**পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন বাংলাদেশের অনুসন্ধানের নির্দেশ**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

দৈনিক দেশ রূপান্তর পত্রিকায় আজ ১ম পৃষ্ঠার ১ম কলামে ‘তথ্য চেয়ে আবেদন করে দেশ রূপান্তর সাংবাদিক জেলে’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি তথ্য কমিশন বাংলাদেশের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার দেশ রূপান্তর পত্রিকার সংবাদদাতা শফিউজ্জামান রানা ঐ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে আবেদন করার জেরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে তার পরিবার অভিযোগ করেছে। সংবাদটি কমিশন পর্যালোচনা করেছে।

তথ্য চাওয়ার কারণে সাংবাদিক শফিউজ্জামান রানা এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন কি না তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫(৪) অনুযায়ী উপরোক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করা সমীচীন মর্মে তথ্য কমিশন একমত পোষণ করে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২৫(৫) অনুযায়ী বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য তথ্য কমিশনার শহীদুল আলম ঝিনুককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি আইনানুযায়ী অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন করে সিদ্ধান্ত কার্যপত্র কমিশনে দাখিল করবেন।

#

লিটন/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৪৪২

**ভারতের মুম্বাইয়ে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন**

মুম্বাই, ভারত, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

আজ যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, মুম্বাইয়ে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্যাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মুম্বাইয়ে বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার চিরঞ্জীব সরকার দিবসের সূচনা করেন। এরপর জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। আলোচনা সভায় মুম্বাইয়ে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রামে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ও ঐন্দ্রজালিক এই ভাষনের সার্বজনীন আবেদন বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা পাই আমাদের প্রিয় সোনার বাংলা। তিনি আরো বলেন, জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ যুগে যুগে বাঙালি জাতির ঐক্যের মূলমন্ত্র হয়ে কাজ করবে। মহান নেতার এই ভাষণ জাতির ইতিহাসে যেমন চিরন্তন তেমনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আজ স্বীকৃত। জাতির পিতার দেশপ্রেম ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে ঐক্যবদ্ধভাবে অবদান রাখার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান। এরপর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের সচিত্র ভাষণ প্রদর্শিত হয়। বিশেষ মোনাজাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল শহিদসহ জাতির পিতার মহান আত্মার এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এ সময় দেশ ও জাতির শান্তি, উন্নতি এবং চলমান বৈশ্বিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি হতে উত্তরণ কামনা করে দোয়া করা হয়।

মুম্বাইস্থ কূটনৈতিক কোরের সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, প্রবাসী বাংলাদেশি, উপ-হাইকমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

সরকার/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৪৪১

**ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াডের উদ্বোধনঃ**

**বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়েছে**

**--- পরিবেশ ও বন মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, আর কোনও বন্যপ্রাণীকে হারাতে চাই না। পাঠ্যবই এবং পাঠ্যবইয়ের বাইরে বন্যপ্রাণী ও এদের আবাস্থল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে দেশব্যাপী ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়েছে। নানা কারণে আমাদের পরিবেশ আজ সংকটাপন্ন। বন্য হাতির দল থেকে শুরু করে পাখি, এমনকি সাগরের তলদেশের প্রাণীরা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। গত একশ’ বছরে দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে ৩১ প্রজাতির বন্যপ্রাণী। বন্যপ্রাণীদের বিলুপ্তি ও বিপদাপন্ন হওয়ার ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য, যা মানুষের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বন্যপ্রাণী ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করা এখন তাই কেবল দরকারি নয়, বরং অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাই সকল পেশার মানুষের এগিয়ে আসার পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীদেরও সচেতন করতে ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আজ বন্যপ্রাণী ও বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র রক্ষা এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উদ্ধুদ্ধ করতে দেশ জুড়ে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ‘স্মার্ট তারুণ্য বাঁচাবে অরণ্য’ স্লোগানে প্রথমবারের মতো আয়োজিত ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং ‘ওয়াইল্ড লাইফ অলিম্পিয়াড-২০২৪’-এর লোগো, পোস্টার, বুকলেট এবং ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন।

অলিম্পিয়াডের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া উদ্বোধনের পাশাপাশি বন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিতব্য প্রথম ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড এর বিস্তারিত উল্লেখ করেন মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দেখানো পথ ধরে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের অধীনে দেশের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ওয়াইল্ডলাইফ বা বন্যপ্রাণী নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৬৪ জেলায় আজ থেকে আরম্ভ হতে যাচ্ছে ‘ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড, ২০২৪’ এর রেজিস্ট্রেশন।

পরিবেশমন্ত্রী জানান, এ বছর সারাদেশে প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ৬৪টি ভেন্যুতে জেলা পর্যায়ের অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হবে। দুইটি ক্যাটেগরিতে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির সকল মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসা বা সমমান পর্যায়ের যেকোন শিক্ষার্থী স্কুল/কলেজ ক্যাটেগরিতে এই অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে পারবে। জেলা পর্যায়ের বিজয়ীদের নিয়ে ঢাকায় আয়োজিত হবে জাতীয় পর্যায়ের অলিম্পিয়াড। বিজয়ীদের জন্য থাকবে লক্ষাধিক টাকার পুরস্কার। ৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখ থেকে শুরু হয়ে আগামী ১০ মে, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত www.bfdwlo.org এই ঠিকানায় গিয়ে শিক্ষার্থীরা নিবন্ধন করতে পারবে। জেলা পর্যায়ের অলিম্পিয়াড হবে ১০ মে থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত। জেলা পর্যায়ের সকল অংশগ্রহণকারী ই-সার্টিফিকেট পাবে। জেলা পর্যায়ের বিজয়ীরা টি-শার্ট, বিজয়ী সার্টিফিকেট ও মেডেল পাবে।

জাতীয় পর্বের বিজয়ীরা টি-শার্ট, বিজয়ী সার্টিফিকেট ও মেডেল পাবে। জাতীয় পর্বের প্রতি ক্যাটেগরির ১ম, ২য় ও ৩য় বিজয়ী পাবে যথাক্রমে ৫০ হাজার, ৩০ হাজার ও ২০ হাজার টাকা।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ ও উন্নয়ন) ড. ফাহমিদা খানম, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, টেকসই বন ও জীবিকা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক গোবিন্দ রায় প্রমুখ।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বায়ুদূষণ রোধে ঢাকার আশেপাশের ইটভাটা ভাঙ্গা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বন সংরক্ষণের পাশাপাশি বন সম্প্রসারণ করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সকলের সহযোগিতা চাই।

#

দীপংকর/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৭৩০ঘণ্টা

Handout Number : 3440

**Wildlife Olympiad is organized to make students aware about wildlife conservation  
 ---Environment and Forest Minister**

Dhaka, 7 March:

Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury said, we do not want to lose any more wildlife.  Wildlife Olympiads are organized across the country to sensitize students about the need to conserve wildlife and their habitats beyond textbooks. Our environment is in danger today due to various reasons.  From herds of wild elephants to birds and even sea creatures are facing threats.  31 species of wildlife have disappeared from the country in the last hundred years.  Extinction and endangerment of wildlife is disrupting the natural balance of nature, which is also adversely affecting humans.  Protecting wildlife and ecosystems has therefore become not only useful, but imperative.  Therefore, wildlife olympiad will play an important role in making people of all professions come forward and also make teenagers aware.

In a press conference today held at the conference room of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change on the occasion of the inauguration of the ‘Wildlife Olympiad’ organized for the first time under the slogan "Smart youth will save the forest" with secondary and higher secondary students across the country to encourage the protection of wildlife and various ecosystems and conservation of wildlife, Environment Minister said these things. In the press conference, the Minister answered various questions of the journalists and inaugurated the logo, poster, booklet and website of Wildlife Olympiad-2024.  
  
 The Environment Minister said that this year district level Olympiad will be held in 64 venues with the participation of about lakhs of students across the country.  All secondary, higher-secondary, technical, madrasah or equivalent students from class VIII to XII in two categories can participate in this Olympiad in school/college category.  National level Olympiad will be organized in Dhaka with district level winners. Students can register from March 7 to May 10, 2024 at [www.bfdwlo.org](http://www.bfdwlo.org/).  The district level Olympiad will be held from May 10 to July 10.  All district level participants will get e-certificates.  District level winners will get t-shirt, winner certificate and medal. Winners of the national phase will receive T-shirts, winners' certificates and medals.  The 1st, 2nd and 3rd winners of each category in the national phase will get Tk 50,000, 30,000 and 20,000 respectively.

Additional Secretary (Environment and Development) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Dr. Fahmida Khanam, Chief Conservator of Forests Md. Amir Hossain Chowdhury, Project Director of Sustainable Forest and Livelihood Project, Gobinda Roy, etc were present at the press conference.

In response to another question, the minister said that the process of breaking brick kilns around Dhaka has been started to prevent air pollution. A policy of forest expansion has been adopted along with forest conservation. We want everyone's cooperation in wildlife conservation.

#

Dipankar/Faisal/Shafi/Rafiqul/Joynul/2024/1740 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৩৯

**টিসিবি কার্ডধারীদের তালিকা হালনাগাদ হচ্ছে**

**-বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু) বলেছেন, টিসিবি কার্ডধারীদের তালিকা দেশব্যাপী স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে হালনাগাদ হচ্ছে। আগামীতে টিসিবি ডিলারশিপ স্থায়ী করা হবে আর যাতে মানুষের দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কষ্ট করতে না হয়। কার্ডধারীরা সুবিধাজনক সময়ে এসে নিতে পারে। বাজার ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা হবে। পণ্যের সরবরাহ লাইনে ত্রুটিমুক্ত করা হবে।

আজ রাজধানীর তেজগাঁও এলাকার পলিটেকনিক মাঠে ‘দেশব্যাপী এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে টিসিবি পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম-মার্চ ২০২৪’-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের দিন, যে ভাষণে বঙ্গবন্ধু জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। জাতির পিতার ভাষণটি আজ বিশ্বের ঐতিহাসিক দলিল।

চিনির প্রসঙ্গে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান, ‘টিসিবি’র চিনি আগের দামে বিক্রি হবে, দাম বাড়ানো হবে না। চিনির পর্যাপ্ত মজুদ আছে। বাজারে চিনির কোন সংকট হবে না।’

এ সময় ট্রেডিং কর্পোরেশন অভ্‌ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান, টিসিবি’র অতিরিক্ত পরিচালক আবুল হাসনাত চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

#

আসিফ/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬৩৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৪৩৮

**বাংলাদেশ দূতাবাস, সিউলে যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন**

সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া, (৭ মার্চ):

বাংলাদেশ দূতাবাস সিউলে যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ’ উদ্যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কোরিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিগণ অংশগ্রহণ করেন।

এদিন সকালে দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ দেলওয়ার হোসেন দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীত সহযোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং জাতির পিতার ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান। দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে জাতির পিতার ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রদূত মোঃ দেলওয়ার হোসেন তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া তিনি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিতা বীরাঙ্গনাদের অবদানের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন। জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ভাষণ সম্পর্কে বলেন, এ ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালি জাতিকে অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ করেছিল। তিনি আরো বলেন, জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বাঙালি জাতির জন্য বিরল সম্মান ও গৌরবের বিষয় এবং ঐতিহাসিক এ ভাষণ শুধু আমাদের জন্য নয়, বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।

#

মিসপে শেরন/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৩৭

**ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান হিসেবে পরিচিত) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ জাতির বুকে স্বাধীনতার প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে মুক্তিকামী জনগণকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সেই মাহেন্দ্রক্ষণকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ দলীয় নেতৃবৃন্দসহ আজ রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

#

মাসুম/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৩৬

**ভিয়েতনামে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন**

হ্যানয়, ভিয়েতনাম (৭ মার্চ):

ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে আজ বাংলাদেশ দূতাবাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়েছে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সূচনা করা হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্যসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পরে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন করা হয় ।

আলোচনা পর্বে ভিয়েতনামে ‍নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতার ১৮ মিনিটের ভাষণটি ছিলো বাঙালি জাতির মুক্তির মূলমন্ত্র। এই ঐতিহাসিক ভাষণের শক্তি এতটাই গভীর ছিল যে, তা দল-মত নির্বিশেষে পুরো বাঙালি জাতিকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নিমিত্ত ঐক্যবদ্ধ করেছিল। কালজয়ী এই ভাষণের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাই, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ আমাদের অস্তিত্বেরই অংশ।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ ইতোমধ্যে আমাদের দূতাবাস ভিয়েতনামের মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছে যার মাধ্যমে আমাদের ভিয়েতনামের বন্ধুরাও বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে। সর্বোপরি, বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারবে।

#

ফাতেমা/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৩৫

**অস্ট্রেলিয়ায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপিত**

ক্যানবেরা (অস্ট্রেলিয়া), ৭ মার্চ:

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম আল্লামা সিদ্দীকী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি জাতির শত শত বছরের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

অস্ট্রেলিয়ায় আজ বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

হাইকমিশনার এম আল্লামা সিদ্দীকী বলেন, বঙ্গবন্ধুঅসাধারণ কণ্ঠস্বর ও কথা বলার শক্তির মাধ্যমে বাঙালির আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপ দেন। সেসময় এ ভাষণ দেশের কয়েক কোটি মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ বাঙালির কণ্ঠে, হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে অনুরণিত হয়।

আলোচনায় আরো অংশগ্রহণ করেন, ক্যানবেরায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের মিনিস্ট্রার ড. দেওয়ান শাহরিয়ার ফিরোজ । সকালে ক্যানবেরায় বাংলাদেশ হাইকমিশন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু করেন বাংলাদেশের হাইকমিশনার। এসময় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। বাংলাদেশ হাইকমিশনে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ হাইকমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১০৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৩৪

**বঙ্গবন্ধুর জয় বাংলা স্লোগান মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা**

**-খাদ্যমন্ত্রী**

 নওগাঁ, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘জয় বাংলা’ স্লোগানকে মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণার উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর হাত ধরেই দেশে স্বাধীনতা এসেছে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ৭ মার্চের ভাষণ প্রদানে নেপথ্যে বঙ্গবন্ধুকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

  মন্ত্রী আজ নওগাঁয় সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা প্রশাসন আয়োজিত ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

  খাদ্যমন্ত্রী বলেন, বাঙালি জাতি সেদিন বঙ্গবন্ধুর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছিলো। তাঁর নির্দেশনা মেনে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলো। দীর্ঘদিন বাংলাদেশের মানুষকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে বাধা দেওয়া হয়েছে। কেউ মাইকে এটি বাজালে তাকে অত্যাচার করা হয়েছে। সেই ভাষণ এখন আমাদের গর্বের বিষয়। ইউনেস্কো এটাকে বিশ্বের সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ি ভাষণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। নতুন প্রজন্মকে উদ্দেশ্য করে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বার বার শুনতে হবে ও মনে প্রাণে ধারণ করতে হবে।

ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মিল্টন চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রাশিদুল হক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো: রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন, সাবেক অধ্যক্ষ মো: শরিফুল ইসলাম খান, সাবেক ডেপুটি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মো: আফজাল হোসেন এবং নওগাঁ জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো: আবু বক্কার সিদ্দিক ।

এসময় খাদ্যমন্ত্রী ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সনদ তুলে দেন।

এর আগে খাদ্যমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

**#**

কামাল/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১১৫০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪৩৩

**৭ মার্চ যারা পালন করে না, তারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে কি না সন্দেহ**

**-পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, যারা আজকে ৭ মার্চকে অস্বীকার করে, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে কতটুকু বিশ্বাস করে সেটি নিয়েই সন্দেহ। বিএনপিসহ তাদের মিত্ররা ৭ মার্চ পালন করে না। বাংলাদেশের ইতিহাস ও স্বাধীনতা ৭ মার্চ ছাড়া হতে পারে না।

আজ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে আওয়ামী লীগের ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘৭ মার্চের ভাষণ শুধুমাত্র একটি ভাষণ নয়। এটি একটি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে রচিত মহাকাব্য। জাতির পিতা ঘোষণা করেছিলেন-‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থেকো, শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।’ অর্থাৎ তিনি নিরস্ত্র জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চেই তিনি স্বাধীনতার ডাক ও ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেদিন ঢাকা থেকে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা রাওয়ালপিন্ডিতে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল- 'চতুর শেখ মুজিব কার্যত পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের চেয়ে চেয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না।' অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু এমনভাবে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন যে তাতে করে তাকে অভিযুক্ত করারও কোনো সুযোগ ছিলো না।

#

আকরাম/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১৩৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৩২

**৭ মার্চের ভাষণ বিশ্বের সকল স্বাধীনতাকামী মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস**

**- যু্ব ও ক্রীড়া মন্ত্রী**

সাভার, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

যু্ব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান বলেছেন, ৭ মার্চ বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দিনে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে বজ্রকন্ঠে রচনা করেন ১৮ মিনিটের এক মহাকাব্য। এটি শুধুমাত্র একটি ভাষণ ছিলো না, সুদীর্ঘকাল ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ একটি নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত জাতির মুক্তির মন্ত্র ছিলো। হাজার বছরের শৃঙ্খল ভাঙার মুক্তির গান ছিলো। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুধু আমাদের জন্য নয়, সারাবিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার চিরন্তন উৎস। একটি ভাষণ কীভাবে সমগ্র জাতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে ও স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ।

তিনি আজ সাভারে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আয়োজিত ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের বিশ্ব স্বীকৃতি আজ বাঙালি জাতির জন্য সম্মান ও গৌরবের স্মারক। আমি বিশ্বাস করি, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক এ ভাষণ আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে। এ ভাষণ ২০৪১ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গঠনে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোস্তফা কামাল মজুমদার। এসময়ে মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/আলী/আসমা/২০২৪/১৪৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৩১

**টোকিওতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ**  **উদ্‌যাপিত**

টোকিও, ৭ মার্চ ২০২৪

টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস। এ উপলক্ষে দূতাবাসে আজ সকালে (০৭ মার্চ ২০২৪, বৃহস্পতিবার) এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে জাতীয় সংগীতের সাথে সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ।

আলোচনা সভার পূর্বে বঙ্গবন্ধু ও ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে জাতির পিতা ও  তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এরপর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ তাঁর বক্তব্যে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, জাতির পিতার নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মধ্যদিয়েই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তা ছিল মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। মূলত এই ভাষণের মাধ্যমেই তিনি এক অর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রদূত বঙ্গবন্ধুর অমূল্য এই ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুর জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস দেশে-বিদেশে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে একটি উন্নত- সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

আলোচনা সভার পরে ৭ই মার্চের ভাষণের উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

ইমরানুরল/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/আলী/লিখন/২০২৪/ ঘন্টা ১০.৩১

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৩০

**গ্যাসের বকেয়া বিল দ্রুত সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিন**

**--বিদ্র্যুৎ,জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম ৭ মার্চ ২০২৪

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ গ্যাসের বকেয়া বিল দ্রুত সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, দেশের ছয়টি বিতরণ কোম্পানির গ্যাসের জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত মোট বকেয়া ২৫, হাজার ২ শত ৮৫ দশমিক ৬৯ কোটি টাকা। কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির বকেয়া রয়েছে ২০ হাজার ৮৪ কোটি টাকা। সরকারি প্রতিষ্ঠানও সময়মত বিল না দিলে গ্যাসের লাইন কেটে দেয়া উচিত।

গতকাল চট্টগ্রামে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-কেজিডিসিএল অধিভূক্ত এলাকায় প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্পের ডাটা সেন্টার উদ্বোধনকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

নজরুল হামিদ বলেন, সরকারের অনুমোদিত স্থান ছাড়া গ্যাসের নতুন সংযোগ দেয়া হবে না। একই সাথে অপরিকল্পিত কানেকশন থাকলে সেগুলো বিচ্ছিন্ন করা হবে। তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রামে যেন বেইলি রোডের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করতে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিশন কোম্পানি লিমিটেডের কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার সাথে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।কেউ গাফিলতি করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এসময় অন্যানের মধ্যে পেট্রোবাংলা চেয়ারম্যান জনেন্দ্রনাথ সরকার ও কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্টিটিউশন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সাকলাইন উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহাম্মদ/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/আলী/লিখন/২০২৪/ ১৪৫০ ঘন্টা

|  |
| --- |
|  |

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪২৯

**আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ৮ মার্চআন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীর প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে এবং নারী-পুরুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি এবং উন্নয়নে বলিষ্ঠ অবস্থান তৈরি করেছেন। নারীর উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকেও নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য-‘নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে নারীদের সমঅধিকার, সমসুযোগ ও সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি, কর্মকৌশল হিসাবে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করেছে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, ডিএনএ আইন ২০১৪ এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাংলাদেশে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্ব, সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও যথার্থ নীতি বাস্তবায়নের ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আর্থসামাজিক বিভিন্ন খাতে অভাবনীয় সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের নারীর সাফল্যও আজ অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশি নারীদের জয়রথ এগিয়ে যাক দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে-এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/আলী/আসমা/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৪২৮

**নজরুল উৎসব উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৬ মার্চ):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৭ মার্চ নজরুল উৎসব উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“০৮-০৯ মার্চ ২০২৪ ঢাকার গুলশান লেক পার্কে দুই দিনব্যাপী ‘নজরুল উৎসব’-এর আয়োজন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা হিসেবে বাঙালিদের আত্মপরিচয় বিনির্মাণের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানি দখলদারদের থেকে মুক্তির সংগ্রামে কাজী নজরুল ইসলামের তেজোদীপ্ত কবিতা, গান ও সাহিত্য আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পথ নির্দেশ করেছে। তাঁর কালজয়ী সাহিত্য সম্ভার নবীন প্রজন্মকেও দেশপ্রেমের গভীর মন্ত্রে দীক্ষিত করে যাচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাগরণের কবি নজরুল ইসলামের দর্শন দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয়। শুধু তাই নয়, তিনি কবি রচিত ‘চল্ চল্ চল্‌, ঊর্ধ্ব গগণে বাজে মাদল’ গানটিকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর রণসঙ্গীত হিসেবে নির্ধারণ করেন, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ২৫ মে কবির ৭৩তম জন্মদিন পালনের উদ্দেশ্যে ২৪ মে তাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে সপরিবারে ঢাকায় নিয়ে এসে নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং তাঁর জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় কবিকে ডি.লিট উপাধি প্রদান করে। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি হলে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে তৎকালীন পিজি হাসপাতাল বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এরই মধ্যে স্বাধীনতাবিরোধী খুনিচক্র ’৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। কবিও হাসপাতাল থেকে আর বাড়ি ফিরতে পারেননি। ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আমাদের জাতীয় কবির কণ্ঠস্বর ’৪০-এর দশকেই চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে ততদিনে তিনি আমাদের জন্য রেখে যান অজস্র গান, কবিতা ও নানান অগ্নিঝরা রচনার অমূল্য সাহিত্য ভাণ্ডার। নিপীড়িত মানুষের বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে ধর্মমত নির্বিশেষে সকল বাঙালি মিলেমিশে সমতার ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সাম্যবাদের কবি। সেটাই ছিলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ'-এর ভিত্তি। আমরা জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা কুমিল্লায় একটি নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বরাদ্দকৃত কবি ভবনে প্রতিষ্ঠিত কবি নজরুল ইনষ্টিটিউটের জন্য ২টি বেজমেন্টসহ ৯তলা নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আমরা যে ‘জয় বাংলা’ কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে গ্রহণ করেছি-তাও প্রথম উঠে এসেছিল আমাদের জাতীয় কবির প্রবন্ধে ও কবিতায়। আজ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কিংবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেউই আমাদের মাঝে নেই। রয়ে গেছে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন। আমরা সেটাকে বাস্তবে পরিণত করবার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করলেই তাঁদের প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো হবে।

আমি জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি নজরুল উৎসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাগণ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর সামগ্রিক শিল্পসৃষ্টি শুদ্ধরূপে ধারণ, রক্ষণ ও পরবর্তী প্রজন্মকে এই অমূল্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসেবে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমি তাদের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। আমি নিশ্চিত যে আমাদের জাতীয় কবির গভীর মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, শোষণ বিরোধী সোচ্চার কণ্ঠস্বর আমাদের আত্মমর্যাদাশীল ও উন্নত-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে অনুপ্রেরণা যোগাবে ।

আমি ‘নজরুল উৎসব' আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১১৩০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪২৭

**আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৮ মার্চ ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৮ই মার্চ ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বের সকল নারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- ‘নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ; এগিয়ে নিতে হবে বিনিয়োগ’ যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি ৷

নারী আন্দোলনের ইতিহাসে আজ এক গৌরবময় দিন। দীর্ঘ কর্মঘন্টা আর মজুরী বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নারী আদায় করেছিল তার অধিকার। নারী তার মেধা ও শ্রম দিয়ে যুগে যুগে সভ্যতার সকল অগ্রগতি এবং উন্নয়নে করেছে সমঅংশীদারীত্ব।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ‘নারী পুনর্বাসন বোর্ড’ গঠন করেন। তিনি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি সংবিধানে নিশ্চিত করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে প্রতিটি কাজে নারী-পুরুষের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষ সমতা অর্জন ও নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ এবং জেন্ডার-রেসপনসিভ অর্থায়নকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নারীদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং ২০৪১ সালের উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ ও আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখার পাশাপাশি মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে টেকসই জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ ও নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে Vulnerable Women Benefit এবং মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শুধুমাত্র চাকুরি নির্ভর না হয়ে প্রতিটি নারী যেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে এ লক্ষ্যে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহকর্মে নারীর শ্রম ও অবদানকে জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুর অকাল মৃত্যুরোধ, খর্বকায় শিশুর সংখ্যা হ্রাস করে শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, মনোসামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুর কল্যাণ ও কর্মজীবী নারীদের সুবিধার্থে তৈরি হয়েছে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র। বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মাদকসহ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপন করা হয়েছে কিশোর-কিশোরী ক্লাব। জিসিএ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় এলাকায় নারীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বিকল্প জীবিকা এবং সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের হাতের মুঠোয় এনে দেওয়ার জন্য কাজ করছে তথ্য আপা প্রকল্প। এ সবই সম্ভব হচ্ছে সরকারের নারী বিনিয়োগবান্ধব নীতি ও নারীবান্ধব বাজেট প্রণয়নের কারণে ।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এগিয়ে যাবে আমাদের নারীসমাজ। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলাসহ সকলক্ষেত্রে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলা অদম্য বাংলাদেশের মেয়েরা শত প্রতিকূলতা জয় করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্ব-মহিমায় এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের নারী-পুরুষ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলবো, ইনশাআল্লাহ ৷

আমি ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১১০০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ